বিষয়টি পড়ল না। বলটি বিপদমুক্ত অবস্থানে চলে গেল এবং লেইচেষ্টার হেইনেকেন কাপ জয় করল। খেলা শেষে নেইল বেক বলল "আমার যা করা উচিত ছিল তা আমি করেছি।"

আদি বিদ্রোহ

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা প্রথম বারের জন্য পাপ করা দেখে থাকি। যখন আদম এবং হবা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বেছে নিল। পাপ তখন তাদের মধ্যে প্রবেশ করল। এটাকে পতন হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরীতে সন্তুষ্ট ছিল না, তারা আরও বেশী কিছু চেয়েছিল। তারা ঈশ্বরের সমান কর্তৃত্ব চেয়েছিল। তারা অধিকর্তা হতে চেয়েছিল।

গ্রীক ভাষায় পাপের একটি ব্যাঙ্গার্থক শব্দ হলো ক্রীড়া। ইহার অর্থ হলো শুটিং (গুলি) করে টার্গেট ব্যর্থ হওয়া। ঠিক যেমন আমরা খেলোয়াড়গণ বুঝি শুটিং ঠিক তেমনি খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা বুঝি ঈশ্বরের আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ার ধারণা।

পতনের ফলাফল হলো বিচার। আদিপুস্তক ৩:১৪ পদে ঈশ্বর বলেন, 'কারণ তুমি এটা করেছো.....' এবং সাপ এবং আদম ও হবাকে একইভাবে বললেন তাদের কাজের ফল। আমাদের সম্পর্কের ফলাফল আদিপুস্তক ৩:১৬ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে, ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।" আমাদের সব সম্পর্ক এখন ভেঙ্গে গেছে কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমাদের বিদ্রোহের কারণে ভেঙ্গে গেছে।

একই ভাবে আদিপুস্তক ৩:১৭ পদ আমাদের বলে যে, "ভূমি কন্টক ও শেয়ালকাটা জন্মাবে।" আমাদের কাজ, আমাদের মেধা বা দক্ষতার ব্যবহারও ভেঙ্গে গেছে।

বাইবেল আমাদের বলে যে আদম এবং হবার বিদ্রোহ আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে- কারণ আমরা সবাই তাদের জন্য পাপী। এমনকি একই সময়ে ব্যক্তিগত পছন্দ দ্বারা আমরা পাপকে চিরস্থায়ী করছি এবং আমাদের নিজ কাজের জন্য দায়ী হচ্ছি। গোটা সৃষ্টি কলঙ্কিত হলো। মানুষ যাতে কাজ এবং সম্পর্ক দ্বারা ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন তা উপভোগ করে, কিন্তু তা এখন আমাদের স্বার্থপরতা এবং পাপ স্বভাবের জন্য ধ্বংস হয়েছে।

পাপ সবকিছু ধ্বংস করে, সবকিছু এখন কলঙ্কিত। পাপ আমাদের প্রার্থনা করার পথ নষ্ট করে দেয়। এটা আমাদের বাইবেল অধ্যায়নের পথ নষ্ট করে দেয়। এটা আমাদের জৈবিক, অর্থ, সমাজে আমাদের কর্তৃত্ব এর পথ নষ্ট করে দেয়। এটা আমাদের খেলাধূলা নষ্ট করে। কাজেই পাপ ক্রীড়া জগতে এমনকি সর্বত্র সিংহের থাবার মত হয়ে আছে, এতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়া উচিৎ নয়।

আধুনিক খেলাধূলার প্রেক্ষপটে যা করেছিল এবং যা করতে চেয়েছিল তা নেইল বেক হয়ত, সঠিক ছিল এবং যা অন্যান্য অনেক খেলোয়াড়গণ করে থাকে। বিবিসি রেডিও দুদিন পর আলোচনা করে, সাবেক ইংল্যান্ডের হুকার ব্রায়ান মুর এই কর্মকান্ডের পক্ষে দাঁড়াল তিনি বলেন যে নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এভাবে খেলে থাকে এবং যদি ইংল্যান্ডকে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকতে হয় তবে

তাদের অবশ্যই একই নিয়ম এবং অনুশীলন অনুযায়ী খেলবে।

খ্রীষ্টান ক্রীড়াবিদদের অবশ্যই এই দৃষ্টিভঙ্গী শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ। জয় গুরুত্বপূর্ণ। এটার উদ্দেশ্য হলো প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। যেহেতু খ্রীষ্টানরা এক দৃশ্যপট ঈশ্বরের জন্য খেলে, যিনি ক্রীড়াবিদদের ফলাফলের চেয়ে মনোভাব এবং আগ্রহ সম্পর্কে বেশী সচেতন। বিজয় যথেষ্ট নয়।

মানুষের বিদ্রোহের প্রমাণ আমাদের চারিপাশে রয়েছে; ক্রীড়া জগতে বেশী রয়েছে অন্যসব জায়গার চেয়ে কম নয়। যেখানে আছে প্রতারণা, "যে কোন মূল্যে জয়ী হওয়ার মনোভাব, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া, খেলোয়াড়গণ ভাব দেখায় তাদের বিরুদ্ধে ফাউল করা হয়েছে আসলে তেমন কিছুই হয়নি। খেলার জগতকে ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে হবে সুতরাং তাই আমাদের তাঁর পথে ফিরে আসতে হবে নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত করতে হবে।

চিন্তা

মানুষের অন্যান্য কার্যক্রমের চেয়ে খেলাধূলা মানুষের পাপ দ্বারা বেশী কলুষিত হয়েছে এবং দরকার হচ্ছে প্রায়শ্চিত ও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

আলোচনা

একজন খ্রীষ্টানের কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাউল বা ত্রুটি করা উচিত?

কাজ

ক্লাবে স্বচ্ছ খেলা, সততা এবং ন্যায়পরায়নতার জন্য স্বচেষ্ট হও।